কবর যিয়ারত এবং অন্যায়, আনন্দ থেকে বরিত থাকা

শবে বারাআতে পিতা-মাতা, আত্মীয় অনাত্মীয় নির্বিশেষে সকলের কবর যিয়ারত করা সুন্নাত। ওলী আল্লাহিদের মাযার যিয়ারত করা আরও উত্তম। কেননা, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনা শরীফে অবস্থিত সাহাবীগণের মাযার ও কবরস্থান জান্নাতুল বাক্বী যিয়ারত করতেন। ইহা হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু সৌদী ওহাবীরা ও তাদের এদেশীয় এজেন্টরা কবর যিয়ারত করাকে এ রাতে ভিত্তিহীন বলে। এ নিয়ে ১৯৮৫ ইং সনে শবে বারাআতের রাত্রে খোদ হেরেম শরীফে এক সরকারী ওহাবী ওয়ায়েজের সাথে আমার ভীষণ তর্ক হয়েছিল। আল্লাহর ফজলে উক্ত মৌলভী সাহেব পরাস্ত হয়ে অবশেষে পলায়ন করেন এবং তার সাথে আরও ২৫ জন ওয়ায়েজ ভয়ে পলায়ন করেন। কিছু বাংগালী ও পাকিস্তানী ওমরাকারী আমাকে সমর্থন করায় উক্ত ওহাবী মৌলভীগণ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পলায়ন করেন। আমার সাথী ১৩ জন বাংগালী আলেম ও বিভিন্ন মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল সেদিন এই ঘটনা দেখে ও শুনে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। সে রাত্রিটি ছিল দীর্ঘ চন্দ্র গ্রহণের রাত। সেদিন এক আরবী ধনাঢ্য ব্যক্তি আমাদের ১৩ জনের কাফেলার সকলকে তাঁর ঘরে মিলাদ পড়ার দাওয়াত করেন এক বাংগালী ইঞ্জিনিয়ারের মাধ্যমে। আমরা গিয়ে দেখি- তিনি হালুয়া রুটি তৈরী করেছেন আমাদের দেশের মত। আমরা মৌলুদে বরজিঞ্জি থেকে আরবী মিলাদ শুরু করলে ঘরের মালিক আমাদের সাথে সাথে সব আরবী কাসিদা সুন্দর ও মিষ্টি সুরে তিলাওয়াত করেছিলেন। তিনি বললেন- ওহাবী নজদী শাসকরা আইন করে মিলাদ শরীফ বন্ধ করে দিয়েছে। তাই ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে চুপেচুপে মিলাদ শরীফ পড়া যায়। মক্কা শরীফ ও মদিনা শরীফের জান্নাতুল মোয়াল্লা ও জান্নাতুল বাক্বীর যিয়ারত সরকারী ভাবে সেদিন বন্ধ রাখা হয়। কত বড় জুলুম।

এরাতে কিছু কিছু ছেলে ছোকরারা ঈদের মত আনন্দ ফুর্তি করে এবং পটকা ও বাজী ফুটায়। এটা শরিয়ত পরিপন্থী কাজ। হিন্দুস্থানে দেওয়ালী পূজায় এ ধরনের পটকাবাজী করা হয়। সরকারী ও বেসরকারীভাবে এ সমস্ত অন্যায় বন্ধ করা দরকার। এগুলো সন্ত্রাসের আলামত ও ক্ষতির কারণ। পিতা-মাতা আপন আপন সন্তানকে নামাযে মশগুল করে রাখলে একাজ হতে পারেনা। পিতা মাতা একটু যত্নবান হলেই এটা বন্ধ করা সহজ হবে।